দুর্দান্ত বোলিংয়ে প্রস্তুত সিরিজ জয়ের মঞ্চ, টাইগারদের সামনে লক্ষ্য ১১৮

জিতলেই সিরিজ জয়, সিরিজ জিতলেই ইতিহাস। সেই ইতিহাস গড়তে বাংলাদেশ দলের সামনে লক্ষ্য ১১৮ রান। তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে আগে বোলিং করে ইংল্যান্ডকে ১১৭ রানেই বেধে ফেলেছে টাইগার বোলাররা। আগের ম্যাচে একাদশে না থাকা মিরাজ এই ম্যাচে মাঠে নেমেই বুঝিয়ে দিলেন মিরপুরের উইকেটে তিনি কতটা কার্যকরী। ক্যারিয়ার সেরা বোলিং করে ইংল্যান্ডকে যেন একাই আটকে দিয়েছেন মিরাজ।

আজ বিকেল ৩টায় মিরপুরের শের-ই-বাংলা জতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামে বাংলাদেশ।টস জিতে ইংলিশদের ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানান টাইগার অধিনায়ক সাকিব আল হাসান।

মিরপুরের স্পিনিং উইকেটের সুবিধা নিতে শামিম হোসেনের জায়গায় আজ মেহেদি হাআসান মিরাজকে নিয়ে মাঠে নামে বাংলাদেশ। সেই স্থার পূর্ণ প্রতিদান দিলেন মিরাজ। ৪ ওভারে ১২ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়ে একি যেন ধসিয়ে দিয়েছেন ইংলিশদের ব্যাটিং লাইনআপ।

বোলিংয়ে নেমে শুরুতেই ইংলিশ ব্যাটারদেরচেপে ধরে তাসকিন আহমেদ ও মুস্তাফিজুর রহমান। ইনিংসের তৃতীয় আর নিজের দ্বিতীয় ওভারেই বাংলাদেশকে প্রথম ব্রেক থ্রু এনে দেন তাসকিন। ৮ বলে ৫ রান করা ডেভিড মালানকে ফেরান হাসান মাহমুদের ক্যাচ বানিয়ে। ১৬ রানেই প্রথম উইকেটা হারায় ইংলিশরা।

এরপর পাআওয়ার প্লে’র বাকিটা সময় অবশ্য বাংলাদেশকেই উল্টো ভয় দেখাচ্ছিলো ফিল সল্ট আর মঈন আলী।প্রতি ওভারেই চার-ছয়ে পাআওয়াআর প্লে শেষে ১ উইকেটে ৫০ রাআন তুলে ফেলে ইংল্যান্ড।পাওয়ার প্লে’র পরের ওভারেই বোলিংয়ে এসে দুজনের ৩৪ রানের জুটি ভাঙ্গেন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। নিজের বলেই দুর্দান্ত এক ক্যাচ নিয়ে ফিল সল্টকে ২৫ রানেই সাজঘরে ফেরান সাকিব।

পরের অভারে ইংলিশ শিবিরে আঘাত হানেন পেসার হাসান মাহমুদ। ৬ বলে ৪ রান করা ইংলিশ অধিনায়ক জস বাটলারের স্ট্যাম্প ভেঙ্গে বাংলাদেশকে

উল্লাসে মাতান হাসান মাহমুদ। পরের ওভারে ইংলিশ শিবিরে ফের আঘাত হানেন মিরাজ। নবম ওভারের শেষ বলে ১৭ বলে ১৫ রান করা মঈন আলীকে সাজঘরে ফেরান মিরাজ। ৫০ রানে ১ উইকেট থেকে মুহুর্তেই ইংল্যান্ড হয়ে যায় ৪ উইকেটেত ৫৭ রান।

সেখান থেকে দলকে ট্র্যাকে ফেরাতে চেয়েছিলেন বেন ডাকেট আর স্যাম কারান। দুজন মিলে গড়েন ৩৪ রানের জুটি। এরপরই জোড়া আঘাত মিরাজের। ১৫তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ১২ রান করা কারানকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙ্গেন মিরাজ। এক বল বাদে শূন্য হাতেই ক্রিস ওকসকেও সাজঘরের পথ দেখান মিরাজ। বেরিয়ে এসে খেলতে গিয়ে দুজনই স্ট্যাম্পিং হন লিটন দাসের হাতে।

এক ওভার বাদে নিজের শেষ ওভার করতে এসে আবারও লাল-সবুজের গ্যালারিকে উল্লাসে ভাসান মিরাজ। ১৭তম ওভারের শেষ বলে ক্রিজ জর্ডানকে ফেরান রনি তালুকদারের ক্যাচ বানিয়ে। ১০০ রানেই ৭ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড।

ইনিংসের শেশ ওভারে এসে উইকেটের দেখা পান মুস্তাফিজুর রহমানও। শেষ ওভারের প্রথম বলেই ২৮ বলে ২৮ রান করা বেন ডাকেটটে ফেরান নাজমুল হোসেন শান্তর ক্যাচ বানিয়ে। ওভারের চতুর্থ বলে রানআউট হয়ে ফেরেন ১১ বলে ১১ রান করা অভিষিক্ত রেহান আহমেদ। ইনিংসের শেষ বলে এসে রান আউট হন জোফরা আর্চারও।শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে সবগুলো উইকেট হারিয়ে ১১৭ রান সংগ্রহ করে ইংল্যান্ড।

সূত্র: ইত্তেফাক

দ. আফ্রিকার কেন্দ্রীয় চুক্তিতে নতুন পাঁচ মুখ

২০২৩-২৪ মৌসুমের কেন্দ্রীয় চুক্তি ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ঘোষিত সেই চুক্তিতে জায়গা পেয়েছেন নতুন ৫ তারাক ক্রিকেটার। বাদ পড়েছেন দুইজন।

এবারের চুক্তিতে ৪জন বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৬ থেকে ২০ জন।প্রথমবার কেন্দ্রীয় চুক্তিতে জায়গা পেয়েছেন ট্রিস্টান স্টাবস, মার্কো ইয়ানসেন, বিয়ন ফোরটান, সিসান্ডা মাগালা ও রায়ান রিকেলটন।

আগের চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন তিন জন। তারা হলেন-ইয়ানেমান মালান, আন্দিলে ফেলুকওয়ায়ো ও ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস। প্রিটোরিয়াস গত জানুয়ারিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন।

চুক্তিতে থাকা খেলোয়াড়দের মধ্যে কুইন্টন ডি কক ও ডেভিড মিলার খেলেন কেবল সাদা বলের ক্রিকেটে। দুজনই গত বছর লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় বলে দেন। এছাড়া জাতীয় দলের হয়ে কেবল টেস্ট খেলেন ডিন এলগার ও কিগান পিটারসেন।বাকিরা সবাই ঘরোয়া ক্রিকেটে সব সংস্করণেই খেলেন এবং সেই ভিত্তিতেই তারা জাতীয় দলের জন্য বিবেচিত হবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার কেন্দ্রীয় চুক্তিতে আছেন যারা-টেম্বা বাভুমা, কুইন্টন ডি কক, ডিন এলগার, বিয়ন ফোরটান, রিজা হেনড্রিকস, হাইনরিখ ক্লাসেন, মার্কো ইয়ানসেন, সিসান্ডা মাগালা, কেশভ মহারাজ, এইডেন মারক্রাম, ডেভিড মিলার, লুঙ্গি এনগিডি, আনরিক নরকিয়া, ওয়েইন পার্নেল, কিগান পিটারসেন, কাগিসো রাবাদা, রায়ান রিকেলটন, তাবরাইজ শামসি, ট্রিস্টান স্টাবস, রাসি ফন ডার ডাসেন।

লঙ্কান পেস দাপটে চাপে নিউজিল্যান্ড

শ্রীলঙ্কার পেসারদের দাপটে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টের দ্বিতীয় শেষে চাপে স্বাগতিক নিউজিল্যান্ড। ৫ উইকেট হাতে নিয়ে ১৯৩ রানে পিছিয়ে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে ৩৫৫ রানে শেষ হয় শ্রীলঙ্কার ইনিংস। জবাবে দিন শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৬২ রানের সংগ্রহ করেছে স্বাগতিকরা।

দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে কুশল মেন্ডিস ও অধিনায়ক দিমুথ করুনারত্নের জোড়া হাফ-সেঞ্চুরিতে প্রথম দিন শেষে ৬ উইকেটে ৩০৫ রান করেছিলো সফরকারী শ্রীলঙ্কা। শুক্রবার (১০ মার্চ) দ্বিতীয়

দিন বাকী ৪ উইকেটে ৫০ রানের বেশি যোগ করতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। লঙ্কানদের শেষ ৪ উইকেট ভাগাভাগি করে নিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের দুই পেসার অধিনায়ক টিম সাউদি ও ম্যাট হেনরি।

ইনিংসে সাউদি ৬৪ রানে ৫টি ও হেনরি ৮০ রানে ৪ উইকেট নেন। ৯২ ম্যাচের টেস্ট ক্যারিয়ারে ১৫তম বারের মত পাঁচ বা ততোধিক উইকেট নিলেন সাউদি। এই ইনিংসে শ্রীলঙ্কার পক্ষে কুশল মেন্ডিস ৮৭, করুনারত্নে ৫০, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজ ৪৭ ও ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা ৪৬ রান করেন। শ্রীলঙ্কার ইনিংস শেষে ব্যাট করতে নেমে ৬৭ রানের সূচনা পায় নিউজিল্যান্ড। জুটিতে ৩০ রান অবদান রেখে প্রথম ব্যাটার হিসেবে লঙ্কান পেসার আসিথা ফার্নান্দোর শিকার হন ডেভন কনওয়ে। এরপর নিউজিল্যান্ডের দুই ব্যাটার কেন উইলিয়ামসনকে ১ ও হেনরি নিকোলসকে ২ রানে শিকার করেন আরেক লঙ্কান পেসার লাহিরু কুমারা। ৭৬ রানে তৃতীয় উইকেট পতন হয় নিউজিল্যান্ডের।

চতুর্থ উইকেটে ৫৮ রানের জুটি গড়ে দলের স্কোর তিন অংকে নিয়ে যান ওপেনার টম লাথাম ও ড্যারিল মিচেল। হাফ-সেঞ্চুরি করে ফার্ন্দান্দোর দ্বিতীয় শিকার হয়ে ৬৭ রানে আউট হন লাথাম। দিনের শেষ ভাগে উইকেটরক্ষক টম ব্লান্ডেলকে ৭ রানে আউট করেন পেসার কাসুন রাজিথা। পরবর্তীতে মাইকেল ব্রেসওয়েলকে নিয়ে দিনের খেলা শেষ করেন মিচেল। মিচেল ৪০ ও ব্রেসওয়েল ৯ রানে অপরাজিত আছেন। শ্রীলঙ্কার পক্ষে ফার্নান্দো ও কুমারা নেন ২টি করে উইকেট।

সূত্র: ইত্তেফাক

মুুজিবনগরে শিশু কিশোর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুুজিবনগরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশের যৌথ আয়োজনে শিশু কিশোর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ

চত্বর মাঠে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস উপস্থিত থেকে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ।

এসময় উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আলাউদ্দিন, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শামসুজ্জোহা, উপজেলা একাডেমীক সুপার ভাইজার হাসনাইন করিমসহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক -শিক্ষিকাসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় মুুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের বাস্তবায়নে এ শিশু কিশোর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ব্যাডমিন্টন, ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, ভলিবল সহ বিভিন্ন খেলায় স্কুলের শিশু কিশোরা অংশগ্রহন করবে।

বোলিং র্যাংকিংয়ে সেরা পাঁচে সাকিব

সদ্য সমাপ্ত ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে বল দারুণ পারফর্ম করেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। আর তাই এমন পারফরম্যান্সে ভর করে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) প্রকাশিত ওয়ানডে বোলিং র্যাংকিংয়ে পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছে সাকিব।

বোলার র্যাংকিংয়ে সেরা পাঁচে উঠে আসার সঙ্গে অলরাউন্ডারের তালিকাতে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন এই টাইগার অলরাউন্ডার। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বল হাতে ৬ উইকেট শিকার করেন সাকিব। প্রথম দুই ম্যাচে দুই উইকেট নেন সাকিব। আর শেষ ম্যাচে ৪ উইকেট শিকার করেন সাকিব। সেইসঙ্গে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ওয়ানডেতে ৩০০ নেওয়ার মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি।

শেষ ম্যাচে সাকিব বল হাতে ৪ উইকেট ও ব্যাট হাতে ৭৫ রান করেন। তার অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ভর করে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হোয়াইটওয়াশ এড়ায় বাংলাদেশ।

সূত্র: ইত্তেফাক

টি-টোয়েন্টিতে প্রোটিয়াদের নতুন অধিনায়ক মার্করাম

কিছুদিন আগেই টেম্বা বাভুমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে টি-টোয়েন্টির নেতৃত্ব থেকে। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি দলেও জায়গা হারালেন বাভুমা। বাভুমার জায়গায় প্রোটিয়াদের টি-টোয়েন্টির নেতৃত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছে এইডেন মার্করামের হাতে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আগামী ২৫ মার্চ থেকে শুরু হতে যাওয়া তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ সামনে রেখে দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসে)। সেখােনি নতুন অধিনায়ক হিসেবে মার্করামের নাম ঘোষণা করা হয়।

গুঞ্জন ছিলো সাবেক অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি এই সিরিজ দিয়ে দলে ফিরবেন। তবে ১৫ সদস্যের দলে নাম নেই সাবেক এই অধিনায়কের। তাকে দলে ফেরানোর চেষ্টা করেও পারেননি কোচ আর ক্রিকেট বোর্ড।

এদিকে ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে আগামী ১৬ মার্চ থেকে শুরু হবে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এই সিরিজের জন্য ঘোষিত দলে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন ত্রিস্তান স্টাবস। এই সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে পেসার কাগিসো রাবাদা আর এনরিক নর্টজেকে।

দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি দল: এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), কুইন্টন ডি কক, হেনরিক ক্লাসেন, রাইলি রুশো, বিয়ন ফরচুইন, ত্রিস্তান স্টাবস, ডেভিড মিলার, মার্কো জ্যানসেন, সিসান্দা মাগালা, লুঙ্গি এনগিদি, আনরিখ নরকিয়া, ওয়েইন পারনেল, রেজা হেনড্রিকস, কাগিসো রাবাদা ও তাবরাইজ শামসি।

দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডে দল: টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), কুইন্টন ডি কক, টনি ডি জর্জি, বিয়ন ফরচুইন, রাসি ভ্যান ডার ডুসেন রেজা

হেনড্রিকস, ত্রিস্তান স্টাবস, সিসান্দা মাগালা, জেরাল্ড কোয়েটজে, লুঙ্গি এনগিদি, রায়ান রিকেলটন, আন্দিলে ফিকোয়া, কেশব মহারাজ, উইয়ান মুল্ডার ও লিজাড উইলিয়ামস।

সূত্র: ইত্তেফাক

চুয়াডাঙ্গা(ডিএফএ)এর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলেন নবনির্বাচিত সভাপতি সুজন

“তারুণ্যে আসুক, ফুটবল বাঁচুক” এই স্লোগান নিয়ে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ চুয়াডাঙ্গা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে, নবনির্বাচিত সভাপতি এখলাস উদ্দিন সুজন কমিটির নিকট সোমবার দুপুর সাড়ে ১২ টায় চুয়াডাঙ্গা ডিএফএ অফিসে সদ্য বিদায়ী সভাপতি রফিকুল ইসলাম লাড্ডু দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেন।

এসময় নবনির্বাচিত ডিএফএ সভাপতি এখলাছ উদ্দীন সুজন এর সাথে নির্বাচিত কমিটির সহসভাপতিদ্বয় যথাক্রমে রেজাউল হক জোয়ার্দার ও ইমরান হোসেন, কোষাধ্যক্ষ নাসির আহাদ জোয়ার্দার সহ নির্বাচিত নির্বাহী সদস্য শফিকুল ইসলাম মালেক, শেখ রাসেলসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের নিজেস্ব সম্পত্তি হিসাবে দুটি অফিস টেবিল, ১৫ টি অফিস চেয়ার, ৫০ টি মেলামাইন প্লেট, একটি আলমারি, একটি কম্পিউটার, এক জোড়া গোল পোস্টের নেট, দুটি ট্রফি ও ব্যাংকে গচ্ছিত ৪৯১৫/- টাকাসহ আনুষঙ্গিক ফাইলপত্র নতুন কমিটির নিকট হস্তান্তর করা হয়।

অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত সভাপতি জেলার সর্বস্তরের ক্রীড়াপ্রেমী, ক্রীড়া সংগঠক, বর্তমান ও সাবেক খেলোয়াড়দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিশেষ করে ফুটবল প্রেমী ও সাবেক কৃতি খেলোয়াড়, জেলা আওয়ামীলীগের প্রাণপুরুষ চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য সাবেক হুইফ সোলায়মান হক জোয়ার্দার সেলুন, সাবেক পৌর মেয়র ও জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কৃতি খেলোয়াড়,

ক্রীড়া সংগঠিক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, বর্তমান চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিচক্ষন সাধারণ সম্পাদক ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক জনাব নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার, ক্রীড়া প্রেমী জেলা প্রশাসক মহদয় ও জেলা পুলিশ সুপার এবং ফুটবলের কৃতিপুরুষ সরোয়ার হোসেন মধু ওস্তাদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সেই সাথে চুয়াডাঙ্গার ফুটবলের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সকলের সহযোগিতা ও সমর্থন কামনা করেন। নবনির্বাচিত সভাপতি বলেন গঠনতন্ত্র মোতাবেক দ্রুতই কমিটির পরিচিতি সভা ও লীগ পরিচালনা সম্পর্কিত উপকমিটি গঠন করা হবে। নবনির্বাচিত কমিটি ক্রীড়ার উন্নয়নে সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকদের ভূমিকার কথা স্মরণ করেন এবং ধন্যবাদ দেন।

পরিশেষে নবনির্বাচিত কমিটি সকলকে মিষ্টিমুখ করিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

সাকিবের রেকর্ড গড়া ম্যাচে বাংলাদেশের স্বস্তির জয়

সাকিব আল হাসানের অলরাউন্ড নৈপূন্যে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দাপুটে জয় পেল বাংলাদেশ। ৫০ রানের এই জয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ২-১ এ ভাগ বসাল টাইগরাররা।

হারলে হোয়াইটওয়াশ। জিতলে সিরিজে ভাগ বসানোর সুযোগ। এমন কঠিন সমীকরণের ম্যাচে সাকিব (৭৫), মুশফিকুর রহিম (৭০), নাজমুল হোসেন শান্তর (৫৩) ফিফটিতে ভর করে ৪৮.৫ ওভারে ২৪৬ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ।

টার্গেট তাড়া করতে নেমে উড়ন্ত সূচনা করে ইংল্যান্ড। বিনা উইকেটে ৫৪ রান করা দলটি এরপর মাত্র ১ রানের ব্যবধানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায়। জেমস ভিন্স ও স্যাম কারান চতুর্থ উইকেটে ৮১ বলে ৪৯ রানের জুটি গড়ে দলকে খেলায় ফেরান।

এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ৪৩.১ ওভারে ১৯৬ রানে অলআউট হয় ইংল্যান্ড। জয়ের উল্লাসে মেতে ওঠে টাইগাররা।

বাংলাদেশের জয়ে ব্যাট হাতে ৭১ বলে ৭টি বাউন্ডারির সাহায্যে দলীয় সর্বোচ্চ ৭৫ রান সংগ্রহের পাশাপাশি বল হাতে ১০ ওভারে মাত্র ৩৫ রানে সবচেয়ে বেশি ৪ উইকেট শিকার করেন সাকিব। এদিন ৪ উইকেট শিকারের মধ্য দিয়ে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সাকিব ওয়ানডেতে ৩০০ উইকেটের নতুন মাইলফলক স্পর্শ করেন।

সোমবার চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় খেলায় টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় স্বাগতিকবাংলাদেশ।

আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ২.৬ ওভারে দুই ওপেনার লিটন কুমার দাস ও তামিম ইকবালের উইকেট হারিয়ে বিপাকে পড়ে যায় টাইগাররা।

মুশফিকুর রহিমকে সঙ্গে নিয়ে দলকে খেলায় ফেরাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যান তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামা নাজমুল হোসেন শান্ত। তৃতীয় উইকেট জুটিতে দারুণ ব্যাটিং করেন তারা। ১২৮ বলে গড়েন ৯৮ রানের পার্টনারশিপ।

৭১ বলে ৫টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৩ রান করে ফেরেন নাজমুল হোসেন শান্ত। ৯৩ বলে ৬টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭০ রান করে ফেরেন সাবেক অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম।

শান্ত-মুশফিকের বিদায়ের পর রীতিমতো আসা-যাওয়ার মিছিলে অংশ নেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ (৮), আফিফ হোসেন (১৫), মেহেদি হাসান মিরাজ
(৫) ও তাইজুল ইসলামরা (২)।

তবে ব্যাটসম্যানদের এই আসা-যাওয়ার মিছিলে উইকেটের এক প্রান্ত আগলে রাখেন বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান।

সাকিব দলকে সম্মানজনক স্কোর উপহার দিতে শেষ দিকে একাই লড়াই চালিয়ে যান। ৪৮.৪ ওভারে দলীয় ২৪৬ রানে নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হন সাকিব। তার আগে ৭১ বলে ৭টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৫ রান করেন।

সাকিব আউট হওয়ার পর ব্যাটিংয়ে নেমেই এলবিডব্লিউ হন মোস্তাফিজুর রহমান। তার বিদায়ে ৪৮.৫ ওভারে ২৪৬ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ।

ইংল্যান্ডের হয়ে জোফরা আর্চার তিন আর স্যাম কারান ও আদিল রশিদ দুটি করে উইকেট শিকার করেন।

২৪৭ রানের টার্গেট তাড়ায় উড়ন্ত সূচনা করে ইংল্যান্ড। কোনো উইকেট না হারিয়ে ৫৪ রান করা দলটি এরপর মাত্র ১ রানের ব্যবধানে হারায় ৩ উইকেট।

সাকিব আল হাসানের বলে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের দুর্দান্ত ক্যাচে পরিণত হন ফিল সল্ট। ৮.৬ ওভারে দলীয় ৫৪ রানে আউট হন সল্ট। তার আগে ২৫ বলে ৩৫ রান করেন তিনি।

সাকিবের পর ইংলিশ শিবিরে আঘাত হানেন পেসার এবাদত হোসেন। তার শিকার হয়ে ফেরেন ডেভিড মালান। ২ বল খেলে রানের খাতা খোলার সুযোগ পাননি সিরিজের প্রথম ম্যাচে সেঞ্চুরি করা মালান।

নিজের ঠিক পরের তথা তৃতীয় ওভারে বোলিংয়ে এসেই সাকিব ফেরান ইংল্যান্ডের আরেক ওপেনার জেসন রয়কে। তার বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন রয়। তার আগে ৩৩ বলে তিন চারে করেন ১৯ রান।

এরপর অনবদ্য ব্যাটিং করে যাচ্ছিলেন স্যাম কারান ও জেমস ভিন্স। তারা ৮১ বলে ৪৯ রানের জুটি গড়েন। ভয়ংকর হয়ে ওঠা এই জুটির বিচ্ছেদ ঘটান মেহেদি হাসান মিরাজ।

মিরাজের বলে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফেরার আগে ৪৯ বলে এক চার আর এক ছক্কার সাহায্যে ২৩ রান করেন স্যাম কারান। তার বিদায়ে ২৩.৪ ওভারে ১০৪ রানে চতুর্থ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড।

সাকিবের দুর্দান্ত ডেলিভারিতে পরাস্ত জেমস ভিন্স। ২৬.৫ ওভারে দলীয় ১২৭ রানে পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি সাজঘরে ফেরেন। তার আগে ৪৪ বলে ৩৮ রান করেন।

ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার ফিল সল্ট, জেসন রয়ের পর চার নম্বর পজিশনে ব্যাটিংয়ে নামা জেমস ভিন্সকেও সাজঘরে ফেরান সাকিব।

সাকিবের পর ইংলিশ শিবিরে আঘাত হানেন এবাদত হোসেন। তার ফুললেংথের বল বুঝতেই পারেননি মঈন আলী। তিনি ফ্লিক করতে গিয়েছিলেন, মিস করে হয়েছেন বোল্ড। তার বিদায়ে ২৭.৫ ওভারে ১৩০ রানে ষষ্ঠ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড।

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক জস বাটলারকে এলবিডব্লিউ করার মধ্য দিয়ে

সাজঘরে ফেরান বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম। ৩৪.১ ওভারে ১৫৮ রানে সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে ফেরেন বাটলার।

ইংল্যান্ড অধিনায়ক জস বাটলারের পর আদিল রশিদকেও সাজঘরে ফেরালেন তাইজুল ইসলাম। ৩৮.৪ ওভারে ১৭৪ রানে অষ্টম ব্যাটসম্যান হিসেবে ফেরেন রশিদ।

রেহান আহমেদকে নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে সাজঘরে ফেরানোর মধ্য দিয়ে সাকিব ওয়ানডে ক্রিকেটে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ৩০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন। আর শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্রিস ওকসকে আউট করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত করেন মোস্তাফিজুর রহমান।

সূত্র: যুগান্তর

ইংল্যান্ডকে ২৪৭ রানের টার্গেট বাংলাদেশের

তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ২৪৭ রানের টার্গেট দিয়েছে বাংলাদেশ। সোমবার (৬ মার্চ) চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরি স্টেডিয়ামে টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন টাইগার অধিনায়ক তামিম ইকবাল। প্রথমে ব্যাট করে ২৪৬ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ।

টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই জোড়া উইকেট হারায় বাংলাদেশ। দলীয় ১ রানে শূন্য করে নিটন ও দলীয় ১৭ রানে ৬ বলে ১১ রান করে আউট হন তামিম। এরপর নাজমুল হাসান শান্ত ও মুশফিক মিলে শুরুর ধাক্কা সামাল দেন।

তৃতীয় উইকেট জুটিতে ৯৮ রান সংগ্রহ করে এই দুই ব্যাটার। অর্ধশতক পূরণ করেন নাজমুল হাসান শান্ত। দলীয় ১১৫ রানে ৭১ বলে ৫৩ রান করে রান আউটের শিকার হন শান্ত।

এরপর ক্রিজে আসা মাহমুদুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে খেলতে থাকেন মুশফিক। তবে দলীয় ১৫৩ ও ১৬৩ রানে ফের জোড়া উইকেট হারায় বাংলাদেশ। মুশফিক

৯৩ বলে ৭০ ও মাহমুদুল্লাহ ৯ বলে ৮ রান করে সাজঘরে ফিরে যান।

এরপর সাকিব ও আফিফ মিলে রানের চাকা সচল রাখেন। সাবলীল ব্যাটিংয়ে নিজের অর্ধশতক পূরণ করেন সাকিব। তবে দলীয় ২১২ ও ২১৯ রানে আবারো জোড়া উইকেট হারায় টাইগাররা।

আফিফ ২৪ বলে ১৫ ও মিরাজ ৬ বলে ৫ রান করে আউট হন। এরপর দলীয় ১২৭ রানে ৬ বলে ২ রান করে সাজঘরে ফিরে যান তাইজুল ইসলাম। এরপর মারমুখি ভঙ্গিতে ব্যাট করতে থাকেন সাকিব। ২৪৬ রানে তবে দলীয় ২৪৬ রানে ৭১ বলে ৭৫ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে আউট হন সাকিব। শেষ ব্যাটার হিসেবে মুস্তাফিজ আউট হলে ২৪৬ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। ইংল্যান্ডের পক্ষে সর্বোচ্চ তিনটি উইকেট নেন জোফরা আর্চার।

সূত্র: ইত্তেফাক

ম্যানইউকে গোলবন্যায় ভাসিয়ে নতুন রেকর্ড লিভারপুলের

বিগত কিছুদিন ধরে পুরোনো রূপে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আগের সপ্তাহেই জিতলো লিগ কাপের শিরোপা। তবে এরপর যে অ্যানফিল্ডে এসে এভাবে বিধ্বস্ত হতে হবে লিভারপুলের কাছে সেটি হয়তো ভাবেননি ম্যানইউ কোচ এরিক টেন হাগ। অ্যানফিল্ডে আসার আগে বলেছিলেন মাঠ কোনো ব্যাপার না, খেলাটাই আসল। তবে অ্যানফিল্ডে এসে বুঝলেন কেন এই মাঠকে প্রতিপক্ষের ত্রাস বলা হয়। কোডি গাকপো, ডারউইন নুনেজ ও মোহাম্মদ সালাহর জোড়া গোলে ম্যানইউকে ৭-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে লিভারপুল।

নিজেদের এই জয়ে ইংলিশ ফুটবলের সবচেয়ে সফল দুটি ক্লাবের মধ্যে পরাজয়ের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে ইয়ুর্গেন ক্লপের লিভারপুল। ম্যাচ শেষে উচ্ছসিত ক্লপ বলেন, ‘দীর্ঘদিন পর এটা আমাদের অন্যতম একটি সেরা পারফরম্যান্স। সবাই দেখেছে ছেলেরা কি করতে পারে। প্রথমার্ধটা ভাল কাটেনি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের বিপক্ষে খেলাটা ইউনাইটেডের জন্য কঠিন হয় পড়েছিল।’

সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২৩ ম্যাচে মাত্র দ্বিতীয় পরাজয়ে কার্যত এক দশক পরে ইউনাইটেডের লিগ শিরোপা জয়ের স্বপ্ন অনেকটাই শেষ করে দিয়েছে। এখনো তৃতীয় স্থানে থাকা ইউনাইটেড টেবিলের শীর্ষে থাকা আর্সেনালের তুলনায় ১৪ পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছে।

কিন্তু মূল কথা হচ্ছে ১৯৩১ সালের পর প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক কোন ম্যাচে সবচেয়ে বড় পরাজয়ে ইউনাইটেডের সম্মানহানির বিষয়টি এখন সামনে চলে এসেছে। এই ধরনের পরাজয়ের রেশ সাধারনত দীর্ঘদিন রয়ে যায়। এর থেকে বেরিয়ে আসাটাও সহজ নয়।

ইউনাইটেড বস এরিক টেন হাগ বলেছেন, ‘ফলাফল বেশ স্পষ্ট, এটা অপেশাদার। আজ অনেক বিষয় ঘটেছে যা আমাকে রাগান্বিত করেছে। সহজ গোল হজম করা যার মধ্যে অন্যতম।’

বিশাল এই জয়ে চতুর্থ স্থানে থাকা টটেনহ্যামের থেকে পয়েন্টের ব্যবধান কমিয়ে তিনে নামিয়ে এনেছে লিভারপুল। হাতে রয়েছে বাড়তি একটি ম্যাচ। গত মৌসুমে দুই লিগ ম্যাচ মিলিয়ে ক্লপের দল ইউনাইটেডের বিপক্ষে ৯-০ ব্যবধানে জয়ী হয়েছিল। কিন্তু এবারের মৌসুমে শুরুতেই জয় তুলে নিয়েছিল রেড ডেভিলসরা। আগস্টে ২-১ গোলে জয়ী হয়েছিল ইউনাইটেড। ইউনাইটেডের বস হিসেবেই সেটাই টেন হাগের প্রথম জয় ছিল। তবে ফিরতি লেগে যে অলরেডদের কাছে এভাবে বিধ্বস্ত হতে হবে সেটি হয়তো তখন কল্পনাতেও আনেননি টেন হাগ।

এদিকে আগের সপ্তাহে ঘরের মাঠে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে ৫-২ গোলে বিধ্বস্ত হয়ে বিদায়ের মুখে রয়েছে লিভারপুল। তারপরই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের উড়িয়ে দেওয়া এমন পারফরম্যান্স। ক্লপ বলেন, ‘সবাই আমাদের জন্য অনুভব করে। সবাই জানে এখনো আমরা অনেক কিছুই করে দেখাতে পারি। আর এই মুহূর্তে আমরা এটাই প্রমান করে চলেছি।’

২০১৬ সালের পর থেকে অ্যানফিল্ডে জিততে পারেনি রেড ডেভিলরা। এবারো সেই অ্যানফিল্ডেই হতাশ হতে হলো ইউনাইটেডকে। বিরতির দুই মিনিট আগে গাকপোর হাত ধরে গোলের দরজা উন্মুক্ত হয়। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ৪৩ মিনিটে এন্ডি রবার্টসন ইউনাইটেডের রক্ষনভাগকে ফাঁকি দিয়ে ডাচ স্ট্রাইকার গাকপোর দিকে বল বাড়িয়ে দেন। কোনাকুনি শটে গাকপো এগিয়ে দেন লিভারপুলকে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই লিভারপুলের নতুন সাজানো আক্রমণভাগ শেষ পর্যন্ত জ্বলে ওঠে। হার্ভি এলিয়টের ক্রস থেকে উরুগুইয়ান নুনেজ ৪৭

মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুন করেন। তিন মিনিট পর কাউন্টার এ্যাটাক থেকে ডেভিড ডি গিয়াকে পরাস্ত করে গাকপো নিজের দ্বিতীয় গোল করেন।

ম্যাচের ৬৬ মিনিটে নুনেজের থ্রু বল থেকে সালাহ গোল করলে ব্যবধান বেড়ে দাঁড়ায় ৪-০। জর্ডান হেন্ডারসনের ক্রস থেকে একেবােওর ফাঁকায় দাঁড়ানো নুনেজ হেডের সাহায্যে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন। ৮৩ মিনিটে ইউনাইটেডের বিচ্ছিন্ন রক্ষণভাগকে সহজেই কাটিয়ে সালাহ নিজের দ্বিতীয় গোল করেন। লিভারপুলের বিদেশী খেলোয়াড় হিসেবে প্রিমিয়ার লিগে সর্বোচ্চ ১২৯ গোল করলেন মিশরীয় এই তারকা।

সালাহ বলেন, ‘মিথ্যা বলবো না, এটা আমার জন্য সত্যিই বিশেষ এক অর্জন। এখানে আসার পর থেকে এই রেকর্ড আমার মাথায় ছিল। প্রথম মৌসুম থেকেই আমি এই রেকর্ডের পিছনে ছুটেছি। ’

বদলি নেমে ৮৮ মিনিটে দলের হয়ে সপ্তম গোলটি করেন রবার্তো ফিরমিনো। শেষ পর্যন্ত ৭-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের মাঠ থেকে ঘরে ফিরতে হয় ম্যানইউকে।

সূত্র: ইত্তেফাক